The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Special Volume-7 on **Issues Around Pedagogy: Teaching-Learning Strategies in Arts & Humanities for the 21st Century**, **3rd International Conference**, 25-26 June 2025, ISSN 1813-0402

The Psychological Influences of Iranian Children's Films and Bangladesh

Md. Mumit Al Rashid, Phd
Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, University of Dhaka
Sayma Akter
MPhil Fellow, Department of Persian Language and Literature, University of Dhaka

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Special Volume-7
ISSN: 1813-0402 (Print)

Received : 12 February 2025
Received in revised: 10 April 2025
Accepted: 16 March 2025
Published: 25 October 2025

Keywords:
Psychological, Influence, Iranian, Children, Films, Bangladesh

ABSTRACT

Film is considered as a powerful medium all over the world. Films of Children occupy an important place in the arena of world films. The films of each country have a different flavor depending on the country, caste, religion and language. Although in many countries of the world, including Bangladesh, the trend of making independent films of children as the main characters is quite low, however, there are many countries where children are the mainstay of films. Iran is foremost in this second category. Iranian films are a prime example of the fact that being conservative does not mean being dogmatic. Iranian children's films are unique in their excellent portrayal of children's stories, development, education and psychological aspects. The originality of the story, excellent presentation of Iranian culture and society, social and family harmony etc. make this films particularly attractive. Bashu, the Little Stranger (basu, garibeiye kuchek, 1989) The Songs of Sparrow (avaze gonjeshkha, 2008), Children of Heaven (baccehaye aseman, 1997), The White Balloon (Badkonake Sefid), The Color of Paradise (Range Khoda, 1999), Where is the Friend's House? (khane doost kojast?, 1987), The Apple (sib, 1998) etc. internationally acclaimed traslated children's films have already won praise around the world including Bangladesh. Pure, sophisticated and original story based these films are very popular among the children and teenagers of Bangladesh beyond all the fairy tales, unimaginable, riots and supernatural story based films. In fact, these child-friendly films are influencing the psychological state of children and teenagers of this country. In the discussion article, there will be an attempt to analyze the role of Iranian children's films in the formation of characters with human values and their impact on children and adolescents in Bangladesh. The role of these films in the emotional, intellectual, social and creative and moral development of children will be discussed and analyzed. This paper will present a qualitative analysis based on secondary data collection from books, periodicals, research articles, essays and Google etc.

ভূমিকা

দুর্যোগ, মহামারি কিংবা বড় সমস্যায় উঠে আসে বড়দের পৃথিবীর নানান খবর। কিন্তু ছোটদেরও যে একটা পৃথিবী আছে। সেখানে তাদেরই রাজত্ব। তাদেরও একা লাগে। তার হদিস কি বড়রা পায়? (নাসরুল্লাহ: ২০২০)। বর্তমান বিশ্বে শিশুদের মানসিক গঠন ও নৈতিক বিকাশে গণমাধ্যম, বিশেষ করে চলচ্চিত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিশুতোষ চলচ্চিত্রগুলো শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং তা শিশুদের চিন্তাভাবনা, অনুভূতি, কল্পনাশক্তি ও আচরণগত গঠনে কার্যকর প্রভাব ফেলে। চলচ্চিত্রের চরিত্র ও সংলাপ শিশুদের ভাষা অনুকরণে প্রভাব ফেলে। তারা সিনেমার সংলাপ, অভিব্যক্তি ও শরীরী ভাষা অনুসরণ করে—যা ভাষা চর্চা ও সামাজিক আচরণ শেখার ক্ষেত্রে সহায়ক। সিনেমায় যদি অতি সহিংসতা, ভয়াবহতা বা বিভ্রান্তিকর বার্তা থাকে, তাহলে তা শিশুর মনস্তাত্ত্বিক স্থিতি বিঘ্নিত করতে পারে। বিশেষ করে ৬–১০ বছর বয়সী শিশুদের মাঝে এটি বেশি দেখা যায় (বর্মন ও ফিরদাউস, ২০০৯)। অপরদিকে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ও BMJ-এর মতে, শিশুদের মানসিক বিকাশে সহানুভূতিশীল, বাস্তবধর্মী ও নৈতিক বার্তাবাহী কনটেন্ট বিশেষভাবে কার্যকর, যা আবেগগত সচেতনতা ও মানবিক মূল্যবোধ গঠনে সহায়তা করে (WHO & BMJ, 2023)।

ইরানি শিশুতোষ চলচ্চিত্রগুলো বিশ্বব্যাপী নন্দিত হয়েছে তাদের নৈতিকতা-ভিত্তিক গল্প, সংবেদনশীল উপস্থাপন ও শিশুদের চোখ দিয়ে সমাজের বাস্তবতা তুলে ধরার জন্য। রুপালি পর্দায় শিশুদের পৃথিবী গড়তে ইরানি নির্মাতাদের জুড়ি মেলা ভার।

খুব সাদামাটা গল্প অনবদ্য হয়ে ওঠে তাদের উপস্থাপনে। বাংলাদেশে ইরানি সিনেমা এবং টেলিভিশন সিরিজের সাথে পরিচিতি ১৯৯০-এর দশকে শুরু হয়েছিল এবং আজও অব্যাহত রয়েছে (রশিদ: ২০১৯)। বাংলাদেশের অনেক শিশু এখন সহজেই ইউটিউব, টেলিভিশন ও বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ইরানি চলচ্চিত্র দেখতে পাচ্ছে। তবে এই চলচ্চিত্রগুলো এদেশের শিশুদের মানসিক ও আচরণগত দিকগুলোতে কী ধরনের প্রভাব ফেলছে, এবং অভিভাবকদের মতামতগুলো কেমন তা নিয়ে কোনো বিশদ গবেষণা হয়নি। এই প্রেক্ষাপটে বর্তমান গবেষণাটি প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হল ইরানি শিশুতোষ চলচ্চিত্রগুলো বাংলাদেশের শিশুদের মনস্তাত্ত্বিক বিকাশে কী ধরনের প্রভাব ফেলছে তা বিশ্লেষণ করা। চলচ্চিত্রগুলো শিশুদের নৈতিকতা, সহানুভূতি, কল্পনাশক্তি ও সামাজিক আচরণের ওপর প্রভাব ফেলছে কিনা তা পরিমাণগতভাবে নিরূপণ করা। অভিভাবক ও শিক্ষকদের মতামতের ভিত্তিতে শিশুদের আচরণগত পরিবর্তনের একটি পর্যালোচনা উপস্থাপন করা।

বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইরানি শিশুতোষ চলচ্চিত্রগুলো কীভাবে শিশুদের ভাবনা ও আচরণে প্রভাব ফেলছে বা ফেলতে পারে—তা নিয়ে তেমন কোনো স্বতন্ত্র ও পরিমাণগত গবেষণা নেই। এই গবেষণা সেই শূন্যতা পূরণের একটি প্রচেষ্টা। সেই প্রচেষ্টাকে লক্ষ্য রেখে এই গবেষনাটি একটি প্রধান গবেষণা প্রশ্ন দিয়ে শুরু হয় "ইরানি শিশুতোষ চলচ্চিত্র কীভাবে বাংলাদেশের শিশুদের মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিকাশে প্রভাব ফেলে?"

সাহিত্য পর্যালোচনা

শিশুদের মানসিক গঠনে চলচ্চিত্রের ভূমিকা দীর্ঘদিন ধরেই মনোবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। ড. আব্দুল মুনির তাঁর গবেষণাপত্রে ১৯৯০-এর দশকে ইরানের শিশুতোষ চলচ্চিত্রের প্রধান গল্পকথা ও নান্দনিক দিকগুলো বিশ্লেষণ করেছেন। বিশেষ করে ইরানের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে শিশু চরিত্রের গুরুত্ব এবং তার মাধ্যমে নির্মাতারা কিভাবে সীমাবদ্ধ সেন্সরশিপের মধ্যেও গুণগত ও অর্থবহ সিনেমা তৈরি করেছেন, সেটি এখানে আলোচিত হয়েছে। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে ইসলামি বিপ্লবের পর ইরানে সাংস্কৃতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে কঠোর নিয়ম আরোপিত হয়। বিশেষ করে চলচ্চিত্র শিল্পে সেন্সরশিপ ছিল খুবই শক্তিশালী। এই অবস্থায় শিশু চরিত্র নির্মাতাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে আবির্ভূত হয়, কারণ শিশুরা সহজেই দর্শকের আবেগ ও সমবেদনা জাগাতে পারে এবং তারা সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকটগুলোকে সরাসরি না বলে পরোক্ষভাবেই তুলে ধরতে পারে। এই চলচ্চিত্রগুলোতে শিশুরা কেবল দুর্বল বা নিরীহ চরিত্র হিসেবে নয়, বরং বুদ্ধিমত্তা, ধৈর্য, ও দৃঢ়তার প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। তারা সমাজের নানা সমস্যার মুখোমুখি হয়, যেমন দরিদ্রতা, পারিবারিক সংকট, সামাজিক বৈষম্য, কিন্তু তা মোকাবিলা করার মাধ্যমে তারা শক্তি অর্জন করে এবং প্রাপ্তবয়স্কদের চেয়ে অনেক সময় বেশি প্রজ্ঞা দেখায় (মুনির : ২০১৯)। "(মোহাম্মাদ : ২০০৬). Jean Piaget-এর Cognitive Development Theory অনুসারে, শিশুদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক বিকাশে বাস্তবধর্মী ও আবেগনির্ভর গল্প সহায়ক হয়। Lev Vygotsky-এর Sociocultural Theory মতে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট থেকে শেখার প্রক্রিয়া চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ত্বরান্বিত হয়। Albert Bandura-র Social Learning Theory অনুসারে, শিশুরা যা দেখে তা অনুকরণ করে—ইরানি চলচ্চিত্রের মানবিকতা ও সহানুভূতির উপস্থাপন এ ক্ষেত্রে বড় প্রভাব রাখে। তপতী বর্মন ও ইমরান ফিরদাউস (২০০৯) তাঁদের গবেষণায় বলেন, বাংলাদেশের শিশুতোষ চলচ্চিত্রগুলো অনেক সময় বানানো হয় প্রাপ্তবয়স্কদের দৃষ্টিকোণ থেকে, ফলে শিশুদের মানসিক চাহিদা সেখানে উপেক্ষিত হয়। মুহাম্মদ মুনীর তাঁর প্রবন্ধে বলেন, মুসলিম বিশ্বে শিশুদের মানসিক উন্নয়নে ইরানি মডেল একটি কার্যকর ও অনুসরণযোগ্য উদাহরণ (মুনীর: ২০২৩)। তপতী বর্মন ও ইমরান ফিরদাউস তাঁদের গবেষণায় বলেন, বাংলাদেশের শিশুতোষ চলচ্চিত্রগুলো অনেক সময় বানানো হয় প্রাপ্তবয়স্কদের দৃষ্টিকোণ থেকে, ফলে শিশুদের মানসিক চাহিদা সেখানে উপেক্ষিত হয় (বর্মন ও ফিরদাউস, ২০০৯)।

শিশুতোষ ইরানি চলচ্চিত্রসমূহ: একটি প্রেক্ষাপট

১. চিলড্রেন অব হ্যাভেন (বাচ্চেহায়ে আসমান) : স্বনামধন্য ইরানি পরিচালক মজিদ মজিদি ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে এই শিশুতোষ চলচ্চিত্রটি প্রদর্শিত হয়। এর মূলবিষয় হল দারিদ্র্য, ভাই-বোনের সম্পর্ক, আত্মত্যাগ। আলী ও জাহরা ভাই-বোন। গরিব পরিবারে বড় হচ্ছে। একদিন আলী বোনের জুতো হারিয়ে ফেলে। নতুন জুতো কেনার সামর্থ্য

না থাকায় তারা একজোড়া জুতো ভাগাভাগি করে স্কুলে যায়। আলী একটি দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়—লক্ষ্য ৩য় না হয়ে ২য় হওয়া, কারণ দ্বিতীয় পুরস্কার ছিল জুতো। এই সিনেমা শিশুদের মধ্যে সহানুভূতি, আত্মত্যাগ এবং পারিবারিক বন্ধনের শিক্ষা দেয়।

২. দ্যা হোয়াইট বেলুন (বদকোনাকে সেফিদ): পরিচালক জাফর পানাহির এই চলচ্চিত্রটি ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে প্রদর্শিত হয়। নির্ভরতাবোধ, নিষ্পাপ শিশু মন, ছোট সমস্যার বড় প্রতিফলনের চমৎকার দৃশ্যপট সিনেমাটিকে অনবদ্য করেছে। সাত বছর বয়সী রাযিয়ে নওরোজ উৎসবের আগে একটি গোল্ডফিশ কিনতে চায়। তার মা তাকে টাকা দেয়, কিন্তু রাস্তায় যেতে যেতে নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়—টাকা হারিয়ে ফেলে, সাহায্য চায়, এবং নানা চরিত্রের সঙ্গে দেখা হয়। এই সিনেমা একদিকে শিশুদের নিষ্পাপ মনকে তুলে ধরে, অন্যদিকে সমাজের নানা স্তরের মানুষের প্রতিক্রিয়াও দেখায়। পানাহির এই ছবির কাহিনি ও চিত্রনাট্যকার তারই গুরু চলচ্চিত্রকার আব্বাস কিয়ারোস্তামি।

৩. হয়্যার ইজ দ্য ফ্রেন্ড'স হাউস? (খনে দুস্ত কোজাস্ত?) : জগদ্বিখ্যাত পরিচালক আব্বাস কিয়ারোস্তামির এই সিনেমাটি ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে প্রদর্শিত হয়। বন্ধুত্ব, দায়িত্ববোধ ও সততা এই শিশুতোষ চলচ্চিত্রের মূল বিষয়। একজন ছোট ছেলে তার বন্ধুর খাতা ভুল করে বাসায় নিয়ে আসে, যেখানে হোমওয়ার্ক করা হয়নি। সে ভাবে, বন্ধু শাস্তি পাবে। তাই সে চেষ্টা করে তার বন্ধুর বাড়ি খুঁজে বের করতে, যাতে খাতা ফেরত দিতে পারে। এই ছোট্ট যাত্রা এক নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে যেখানে দায়িত্ব ও সহানুভূতির গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।

৪. দ্যা কালার অব প্যারাডাইজ (রাঙ্গে খোদা): পরিচালক মজিদ মজিদির এই সিনেমাটির প্রদর্শনকাল ১৯৯৯। এর মূল বিষয় হল অন্ধত্ব, পিতার অবহেলা, শিশুর আত্মবিশ্বাস। মোহাম্মদ একজন অন্ধ শিশু, যাকে বাবা বোঝা হিসেবে দেখে। ছুটিতে তাকে বাড়ি নিতে অনিচ্ছুক বাবা, কারণ সে পুনর্বিবাহ করতে চায়। কিন্তু মোহাম্মদ প্রকৃতিকে অনুভব করতে পারে অন্যভাবে, এবং তার জীবনবোধ অন্যদের থেকে আলাদা। এই সিনেমা শিশুর প্রতি সমাজ ও পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রশ্ন তোলে।

৫। বাসু, (গারিবেইয়ে কুচেক): বাহরাম বেইজায়ির পরিচালনায় ১৯৮৬ প্রদর্শিত এই চলচ্চিত্রটির মূল সুর হল জাতিগত পার্থক্য, গ্রহণযোগ্যতা, সংস্কৃতির সংমিশ্রণ। দক্ষিণ ইরান থেকে যুদ্ধের কারণে পালিয়ে আসা কৃষ্ণাঙ্গ শিশু বাশু উত্তর ইরানে আশ্রয় পায়। ভাষা ও সংস্কৃতির ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও, এক নারী তাকে আশ্রয় দেয় ও মাতৃস্নেহে গ্রহণ করে। এটি সংস্কৃতির ভেদরেখা অতিক্রম করে সহানুভূতির এক অনুপম চিত্র। চলচ্চিত্রটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য হিসেবেও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে (রশিদ, ২০২৫)। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রগুলো হচ্ছে- ইয়েক ইত্তেফাকে সাদে, সোকুতে রায়না, বাদুক, জঞ্জাল দার আরুসি ইত্যাদি।

বাংলাদেশি শিশুদের প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিকতা

চলচ্চিত্রের চরিত্র ও সংলাপ শিশুদের ভাষা অনুকরণে প্রভাব ফেলে। তারা সিনেমার সংলাপ, অভিব্যক্তি ও শরীরী ভাষা অনুসরণ করে—যা ভাষা চর্চা ও সামাজিক আচরণ শেখার ক্ষেত্রে সহায়ক। ছবিতে বন্ধুত্ব, দায়িত্ববোধ, সাহসিকতা ও সহানুভূতির মতো গুণাবলির উপস্থাপন শিশুদের নৈতিক বিকাশে ভূমিকা রাখে। শিক্ষামূলক শিশুতোষ ছবিতে এ ধরনের বার্তা ছড়িয়ে পড়ে কার্যকরভাবে। পূর্ববর্তী কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে শিশুদের বিনোদনমূলক কনটেন্টের অভাব রয়েছে, বিশেষ করে নৈতিকতা ও মনস্তাত্ত্বিক বিকাশে সহায়ক চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে। স্বাধীনতার পর থেকে এখানে শিশুদের জন্য চলচ্চিত্র হয়েছে হাতে গোনা। ইরানি চলচ্চিত্রগুলো এই শূন্যতা পূরণে সম্ভাব্য হাতছানি দিতে পারে। এই গবেষণার মাঠ পর্যায়ের বাস্তব কিছু চিত্র আমরা দেখতে চেষ্টা করেছি। আশা করছি এর মাধ্যমে একটি সচিত্র প্রতিবেদন আমরা পাবো:

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি

এই গবেষণায় পরিমাণগত (quantitative) গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে শিশুদের উপর ইরানি শিশুতোষ চলচ্চিত্রের মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব সংখ্যাগতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জরিপ থেকে সংগৃহীত প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের ভিত্তিতে একটি পরিমাণগত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এই প্রবন্ধে বিভিন্ন বই, সাময়িকী, গবেষণা নিবন্ধ ও প্রবন্ধ থেকেও তথ্য সংযোজন করা হয়েছে।

এই গবেষণাটি বিভিন্ন ধরনের উত্তরদাতাদের কাছ থেকে সংগৃহীত প্রাথমিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরী। এদেশের বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষের কাছ থেকে অনলাইনে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। জরীপকারী একটি গুগল ফর্ম প্রস্তুত করে অনলাইনে উত্তরদাতাদের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। উত্তরের হার ছিল ১০০% যদিও উত্তরদাতারা কিছু প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়েছেন। গবেষণাটিতে সমগ্র বাংলাদেশ এবং প্রবাসে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের ভেতর থেকে ২৩৩ জন অংশ নিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাগণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দ, শিশু-কিশোর ও অভিভাবকবৃন্দ। নমুনা প্রশ্ন ছিল ৭টি যার মধ্যে ১ টি ছিল ব্যাখ্যামূলক। তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে একটি মানসম্মত প্রশ্নাবলীর (structured questionnaire) মাধ্যমে। প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে শিশুরা এবং তাদের অভিভাবকরা চলচ্চিত্র দেখার পর শিশুদের আচরণগত ও মানসিক পরিবর্তনের মাত্রা মূল্যায়ন করেছেন। জরীপে অংশগ্রহণকারী ২৩৩ জনের মধ্যে ১১১ জন নারী বা কিশোরী যা জরীপের উওরদাতাদের শতকরা ৪৭.৬% এবং ১২২ জন পুরুষ বা কিশোর যা জরীপের উওরদাতাদের শতকরা ৫২.৪% (চিত্র-১)।

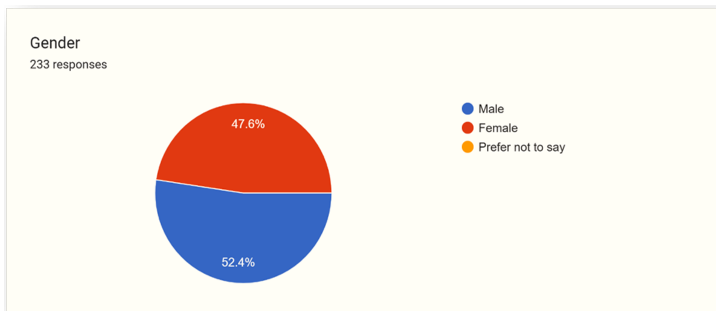

চিত্র- ০১

তথ্য বিশ্লেষণ

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ২৩৩ জন ব্যক্তির কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে ইরানি শিশুতোষ চলচ্চিত্রের বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

বাংলাদেশে শিশুতোষ চলচ্চিত্র ও কনটেন্ট হিসেবে ইরানি চলচ্চিত্রপ্রিয়তা

জরীপে অংশগ্রহণকারী ২৩৩ জনের মধ্যে ১৪৭ জন বা ৬৩.১% মানুষ কোন না কোনভাবে ইরানি শিশুতোষ চলচ্চিত্র দেখেছেন। ৫৩ জন দেখতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন যা শতকরা ২২.৭ শতাংশ। একেবারেই এ চলচ্চিত্র সম্পর্কে ধারণা নেই ১৩.৭% মানুষের। অর্থাৎ, অর্ধেকের বেশি উত্তরদাতা ইরানি চলচ্চিত্রের সাথে পরিচিত (চিত্র-০২)।

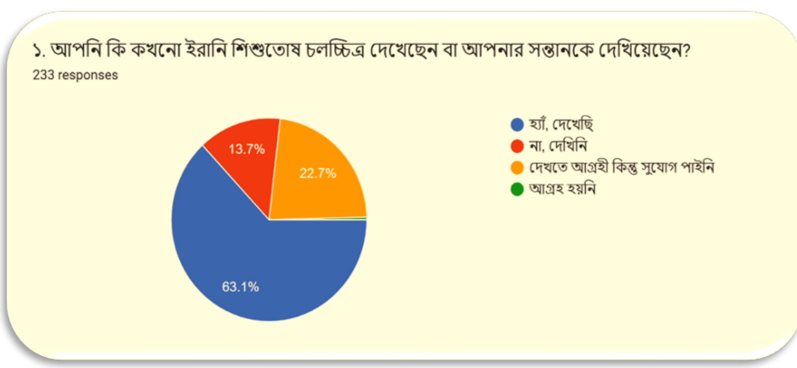

চিত্র- ০২

- জরীপে পরিলক্ষিত হয়(চিত্র-৩), ১১৭ জন বা ৫১.৩% মানুষ ইরানি শিশুতোষ কনটেন্ট বেশি পছন্দ করেন। ৫৫ জন বা ২৪.১% মানুষ বাংলাদেশি, ৩০ জন বা ১৩.২% উত্তরদাতা পশ্চিমা, ৫ জন বা ২.২% ভারতীয় এবং ২১ জন বা ৯.২% উত্তরদাতা অন্যান্য দেশের শিশুতোষ কনটেন্ট বেশি পছন্দ করেন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে বর্তমানে বছরে অনুদানের একটি ছাড়া শিশুদের জন্য আর ছবি তৈরি হয় না। ইরানি চলচ্চিত্রগুলো এই শূন্যতা পূরণে ভূমিকা রাখতে পারে (নাসরুল্লাহ, ২০১৮)।

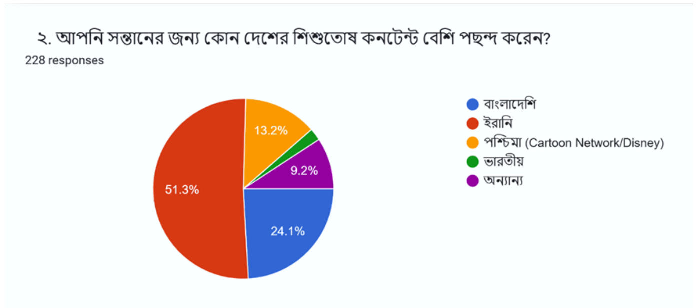

চিত্র- ০৩

ইরানি শিশুতোষ চলচ্চিত্রগুলোর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব

চিত্র- ০৪

- চিত্র-৪ এ দেখা যাচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ২২৯ জন। তাঁদের মধ্যে ৬২ জন মনে করেন বাংলাদেশের শিশুদের উপর শিশুতোষ ইরানি চলচ্চিত্রগুলোর উচ্চ পর্যায়ের প্রভাব রয়েছে (স্কেল ৫)। যা শতকরা ২৭.১%। ৭৭ জন বলেছেন তারা মনে করেন শিশুদের উপর এই চলচ্চিত্রগুলোর বেশ প্রভাব রয়েছে (স্কেল ৪)। যা শতকরা ৩৩.৬%। ৭২ জন উত্তরদাতার মতে শিশুদের উপর এই চলচ্চিত্রগুলোর ভালো প্রভাব রয়েছে (স্কেল ৩)। যা শতকরা ৩১.৪%। উত্তরদাতাদের মধ্যে মাত্র ১৭ জন প্রভাব থাকা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ, প্রভাব থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। অথবা, প্রভাব থাকলেও এর মাত্রা খুবই কম (স্কেল-২)। অন্যদিকে মাত্র একজন উত্তরদাতা মনে করেন বাংলাদেশের শিশুদের উপর শিশুতোষ ইরানি চলচ্চিত্রগুলোর কোন প্রভাব নেই বা প্রভাবিত করতে পারবে না (স্কেল-১)।
- আমরা আমাদের জরীপে বেশকিছু বিখ্যাত ও পুরস্কারপ্রাপ্ত শিশুতোষ ইরানি সিনেমার নাম উল্লেখ করে প্রশ্ন করেছিলাম যে উত্তরদাতাগণ সেগুলোর সাথে পরিচিত কিনা। কেননা এই সিনেমাগুলোর প্রভাব বুঝতে হলে আগে এগুলো সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। শিশুতোষ সেই চলচ্চিত্রগুলোর নাম ছিল, দ্যা সঙস অব স্প্যারো, চিলড্রেন অব হ্যাভেন, দ্যা হোয়াইট বেলুন, দ্যা কালার অব প্যারাডাইজ, হয়্যার ইজ দ্য ফ্রেন্ড’স হাউস।

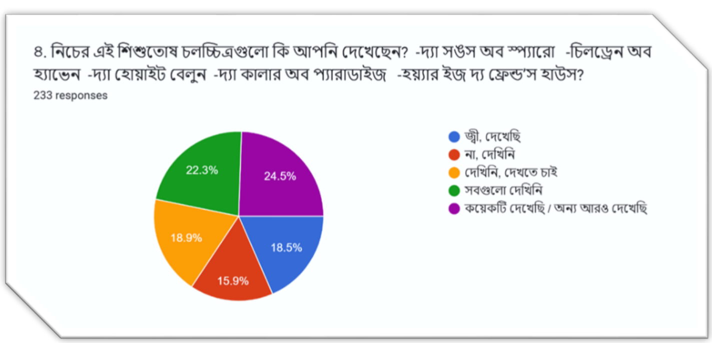

চিত্র- ০৫

এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ২৩৩ জন। তাঁদের মধ্যে ৪৩ জন বা ১৮.৫% উত্তরদাতাই এই সবগুলো চলচ্চিত্র দেখেছেন। একটিও দেখেননি ৩৭ জন বা ১৫.৯% মানুষ। কয়েকটি দেখেছেন বা উল্লেখিত সিনেমাগুলোর বাইরে অন্য আরও সিনেমা দেখেছেন ৫৭ জন বা ২৪.৫% মানুষ (চিত্র-০৫)।

- আমাদের জরীপের পরবর্তী প্রশ্ন ছিল উপরোক্ত চলচ্চিত্রগুলো শিশুদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সৃজনশীল বিকাশে সহায়ক বলে উত্তরদাতাগণ মনে করেন কিনা। এক্ষেত্রে ২২৯ জন এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এবং এর মধ্যে ১৬৬ জন বা ৭২.৫% মানুষ উক্ত চলচ্চিত্রগুলোকে শিশুদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সৃজনশীল বিকাশে সহায়ক বলে মনে করেন। অপরদিকে ৬১ জন বা শতকরা ২৬.৬% উত্তরদাতা সিনেমাগুলোকে শিশুদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সৃজনশীল বিকাশে সহায়ক হওয়ার সম্ভাবনার কথা বলেছেন (চিত্র-০৬)।

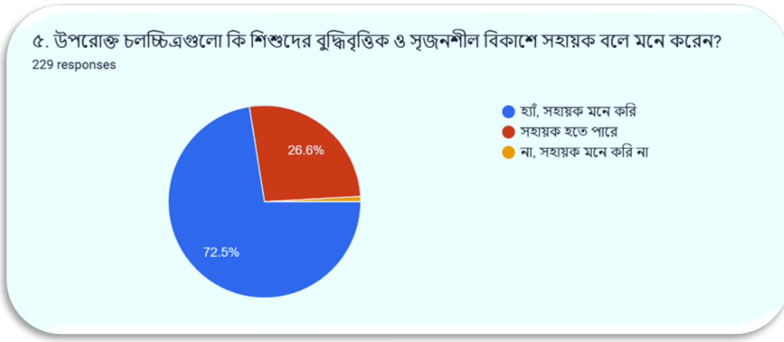

চিত্র- ০৬

শিশুদের সামাজিকীকরণে ইরানি চলচ্চিত্রসমূহ

- জরীপের ৬ নং প্রশ্নটি ছিল একটি বর্ণনামূলক প্রশ্ন। এখানে জরীপে অংশগ্রহণকারীদের নিকট জানতে চাওয়া হয়েছিল যে ইরানি চলচ্চিত্র তাঁদের শিশুর বিকাশে কেমন ভূমিকা রাখতে পারে বলে তাঁরা মনে করেন। এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ১৬৯ জন। তাঁদের বেশিরভাগই মনে করেন ইরানি চলচ্চিত্র তাঁদের শিশুর বিকাশে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। তাঁদের কেউ কেউ জানান এই চলচ্চিত্রগুলো শিশুদের নৈতিক, সামাজিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ইরানি চলচিত্রে বাচ্চাদের নির্মল দিক ফুটে ওঠে এবং কোন প্রপাগান্ডা থাকেনা। কোনো প্রকার অশ্লীলতা ছাড়া কনটেন্ট তৈরি করে ইরান। পাশাপাশি খুব ইফেক্টিভ মেসেজ দেয়ার চেষ্টা করে। শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব গঠনে ও শিশুমনকে ভাবানোর জন্য এই সিনেমাগুলো কার্যকরী ভূমিকা রাখে। ছোটবেলা থেকেই দায়িত্ববোধ ও শিষ্টাচার শিক্ষার এক অসাধারণ উপায় এই চলচ্চিত্রগুলো। এ ধরণের সিনেমাগুলো শিশুদের সরলতা, একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা, মানুষ এবং অন্যান্য সমস্ত প্রাণীর প্রতি দয়া, পারিবারিক বন্ধন, বিস্তৃত চিন্তাভাবনার সমাবেশ ঘটায়। কারো কারো মতে এটি শিশুদের তাদের হৃদয় ও মনকে ইতিবাচক আবেগের সাথে অনুভব করার সুযোগ দেয় এবং বাংলাদেশের সামাজিক ও পারিবারিক মূল্যবোধ বুঝাতে সক্ষম হবে যা পশ্চিমা চলচ্চিত্র এবং কার্টুনে নেই। কোন কোন উত্তরদাতা উল্লেখ করেছেন, তাঁর কোনো শিশু নেই। তবে যখন তিনি শিশু ছিলেন তখন বেশকিছু ইরানি চলচ্চিত্র তাঁরা দেখেছেন। তাঁদের উপর এই সিনেমাগুলো নৈতিক ও ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল।
- জরীপে আমাদের শেষ প্রশ্ন ছিল ইরানি শিশুতোষ চলচ্চিত্রগুলোর শিক্ষণীয় বিষয়গুলো কী কী বলে আপনি মনে করেন? এই প্রশ্নের উত্তরে ৫৬.৪% মানুষ মনে করেন অপশনে উল্লেখিত ১-নৈতিক ও সামাজিক শিক্ষা, ২-ধর্মীয় শিক্ষা, ৩-শিষ্টাচার শিক্ষা এ ধরনের শিশুতোষ চলচ্চিত্রগুলোর শিক্ষনীয় বিষয়। এছাড়াও ৩৫.৭% উত্তরদাতা মনে করেন এ ধরণের শিশুতোষ চলচ্চিত্রগুলো শিশুদের নৈতিক ও সামাজিক বিষয়গুলো শিক্ষা দেয়। খুব অল্প সংখ্যক উত্তরদাতা চলচ্চিত্রগুলোর শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে অপশন-২ ধর্মীয় শিক্ষা ও অপশন-৩ শিষ্টাচার শিক্ষাকে এই শিশুতোষ ইরানী চলচ্চিত্রগুলোর শিক্ষনীয় বিষয় মনে করেন।

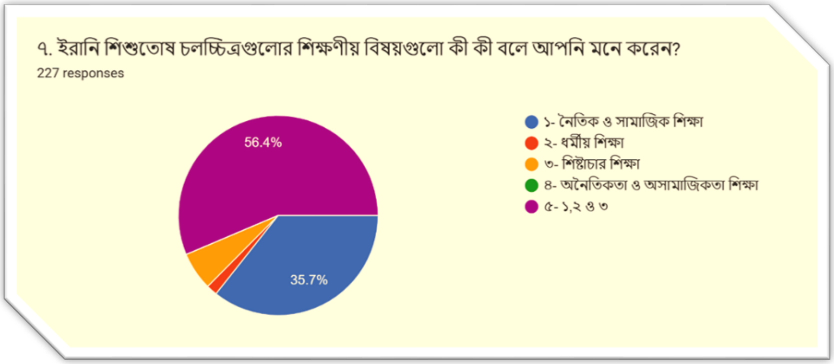

চিত্র- ০৭

ফলাফল

এই গবেষনার জরীপ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ইরানি শিশুতোষ চলচ্চিত্রগুলো বাংলাদেশের শিশুদের মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবে শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারে। যা জরীপের অধিকাংশ উওরদাতার উত্তরে উঠে এসেছে। প্রবন্ধে উঠে এসেছে ইরানী শিশুতোষ চলচ্চিত্রগুলো এদেশের শিশুদের মেধা ও মনন বিকাশে কার্যকরী অবদান রাখতে সক্ষম। কাজেই এই প্রবন্ধের আলোকে গবেষকদ্বয় এই প্রস্তাবনা রাখতে চান যে বাংলাদেশের শিশুদের মনস্তাত্ত্বিক বিকাশে ইরানি শিশুতোষ চলচ্চিত্রগুলোর প্রচার ও প্রসার জরুরী। মিডিয়া নেটওয়ার্ক, ঢাকায় ইসলামী প্রজাতন্ত্রের ইরানের সাংস্কৃতিক পরামর্শ অফিস, ইরানি সিনেমা ও সিরিয়ালগুলোর ডাবিংকৃত অরগানাইজেশন 'প্লাটফর্ম মিডিয়া' এবং দেশের আন্তর্জাতিক উৎসবগুলি এই বিষয়ে সর্বোত্তম পদক্ষেপ নিতে পারে। বাংলাদেশের জনগণ আগ্রহের সাথে এটিকে স্বাগত জানাবে।

তথ্যসূত্র

বাংলা গ্রন্থপঞ্জি

রশিদ, মুমিত আল (২০২২)। *কালোবাজারি: মাজিদ মাজিদি*। ঢাকা: ঐতিহ্য প্রকাশনী।

রশিদ, মুমিত আল (২০২৫)। *চিলড্রেন অফ হ্যাভেন: মাজিদ মাজিদি*। ঢাকা: ঐতিহ্য প্রকাশনী।

রশিদ, মুমিত আল (২০২৫)। *হয়্যার ইজ দ্য ফেন্ড'স হাউস: আব্বাস কিয়ারোস্তামি*। ঢাকা: ঐতিহ্য প্রকাশনী।

ইংরেজি গ্রন্থপঞ্জি

Barman, T., & Firdaus, I. (2009). *Children's films of Bangladesh: A sociological review*. Bangladesh Film Archive.

Mohammad, N. (2006). *Faith for life: Moral and spiritual education of children*. International Institute of Islamic Thought.

Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Piaget, J. (1952). *The origins of intelligence in children*. New York: International Universities Press.

Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

গবেষনা প্রবন্ধসমূহ

ইংরেজি

Muneer, Dr. Abdul. (2019). *Narratives and aesthetics of Iranian children's films*. Communication & Journalism Research, 8(1),42–51 https://cjrjournal.in/Uploads/Files/CJR19J_4_Muneer.pdf

Shang, Y. (2024). *A study of video narratives in Iranian children's cinema*. Academic Journal of Humanities & Social Sciences, 7(5), 155–159. https://www.francispress.com/uploads/papers/3qK31VAfX1K0POAyntjoITp7HhRHX9X5voX2QW4n.pdf

Nojoumian, A. A. (2019). *Constructing childhood in modern Iranian children's cinema: A cultural history*. In C. Hermansson & J. Zepernick (Eds.), Palgrave Handbook of Children's Film and Television (pp. 351–365). Palgrave Macmillan. https://www.academia.edu/44514230/Constructing_Childhood_in_Modern_Iranian_Childrens_ Cinema_A_Cultural_History

Muneer, M. (2023). *Iranian children's films: A pedagogical and aesthetic model for the Muslim world*. Contemporary Journal of Research, 4(19), 37–49. https://cjrjournal.in/Uploads/Files/CJR19J_4_Muneer.pdf

Stephens, J. (2022). *Iranian cinema and a world through the eyes of a child. In C.* Hermansson & J. Zepernick (Eds.), The Oxford Handbook of Children's Film (pp. 351–365). Oxford University Press. https://www. researchgate.net/ publication/360077695_Iranian_Cinema_and_a_World_through_the_Eyes_of_a_Child

World Health Organization & BMJ. (2023, October 4). *WHO–BMJ Virtual Roundtable on Youth Mental Health Content: 10 Guiding Principles.* World Health Organization. https://www.who.int/news room/events/detail/2023/10/04/default-calendar/who-bmj-virtual-roundtable-youth-mental-health

ফারসি

الرشید، محمّد ممیت. (۲۰۱۹م). ***سینما و سریال‌های ایرانی درکشور بنگلادش*****. نشریه مطالعات ایرانی اسلامی، ۳ (زمستان)، ۶۰۱–۶۲۱. دریافت شده از**https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/647681 :

دادرس، ، علی. (۱۳۸۴ش). ***تاریخچه سینمای کودک و نوجوان ایران. فارابی*****، تابستان ۱۳۸۴، شماره ۵۶، ۱۵–۴۶. دریافت‌شده از** https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/647607

দৈনিক এবং অনলাইন তথ্যসূত্র

রশিদ, মুমিত আল. (২০২৫, ২২ জুন)। জন্মদিনে স্মরণ: ইরানি সিনেমার কবি আব্বাস কিয়ারোস্তামি। প্রথম আলো। https://www.prothomalo.com

নাসরুল্লাহ, শরীফ. (২০১৮, ২৪ জানুয়ারি)। শিশুদের ছবি হচ্ছে না কেন? প্রথম আলো। https://www. prothomalo.com

নাসরুল্লাহ, শরীফ. (২০২০, এপ্রিল ৯)। ছোটদের ভালো কিছু সিনেমা। প্রথম আলো। https://www.prothomalo.com/ entertainment/article/1651031